যায়যায়দিন

তারিখ .... 9 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ......

এমপিও বৈষম্যের প্রতিবাদে ধর্মঘট, সড়ক অবরোধ

এম মামুন হোসেন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি (শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ প্রদান) নিয়ে দেশব্যাপী আনন্দের পাশাপাশি ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছে। বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসী এক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ এনে সড়ক অবরোধ-ধর্মঘটের মতো আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন। বঞ্চিতদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্থানীয় এমপি, মন্ত্রী, উপজেলা চেয়ারম্যানদের।

এদিকে এমপিওভুক্তিতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য থাকায় এক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। কিছু জেলায় বেশিসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলেও অনেক [illegible]

বৈষম্যের : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বৈষম্যের : এমপিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জেলায় মাত্র দুই তিনটি প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা পেয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড বিবেচনার পাশাপাশি ক্ষমতাধর মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশও বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটে এমপিও বাবদ ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দের পর জনপ্রতিনিধিদের ওপর স্থানীয় জনগণের প্রচণ্ড চাপ ছিল। এমপিরা জনগণকে খুশি করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একই প্রতিষ্ঠানের জন্য একাধিক ডিও লেটার পাঠান।

এমপিওবঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা শনিবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় সড়ক অবরোধ, হরতাল, বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেছে।

ধনবাড়ীতে হরতাল : টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, জেলার ধনবাড়ীর ভাইঘাট আইডিয়াল কলেজটি এমপিওভুক্ত না করায় গতকাল উপজেলায় হরতাল ডাকা হয়। খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক এ সময় ধনবাড়ী কৃষি ব্যাংক শাখার উদ্বোধনের পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে বঞ্চিতরা তাকে বাধা দেয়। পরে মন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিলে এলাকাবাসী ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। কলেজের অধ্যক্ষ ফজলুল হক বলেন, কলেজটি বহুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত। কলেজের এমপিওভুক্তির দাবিতে এলাকাবাসী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন বন্ধ রেখে হরতাল পালন করে। পরে খাদ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে তারা হরতাল প্রত্যাহার করে নেয় বলে তিনি জানান।

কালিয়াকৈরে সড়ক অবরোধ : গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত না করার প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করে। তিন ঘণ্টার অবরোধে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এমপি আ ক ম মোজাম্মেল হক এবারই স্কুলটিকে এমপিওভুক্ত হবে- এ আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দ কুমার সরকার বলেন, বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা ভেঙে পড়েন এবং ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করে। পরে স্থানীয় এমপির আশ্বাসে দুপুরে অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত ও একাডেমিক স্বীকৃতি পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪ হাজার ৯৯১টি। বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ শিক্ষা (রাজস্ব) বাজেটের ৬৪ শতাংশ ব্যয় হয়। এমপিওভুক্তির জন্য এবার ৭ হাজার ৫৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবেদন করে এবং যাচাই-বাছাই শেষে সাত হাজার প্রতিষ্ঠান এমপিওর যোগ্য বিবেচিত হয়। বৃহস্পতিবার রাতে এগুলোর মধ্য থেকে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। যোগ্য প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে যা খুবই কম।

বৈষম্যের অভিযোগ : এমপিওভুক্তিতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য থাকায় এক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। কিছু জেলায় বেশিসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। আবার কিছু জেলায় দুই তিনটি প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা পেয়েছে। আবার জয়পুরহাট জেলায় একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়নি। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বৃহত্তর সিলেট ও ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নতুন এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার পাশাপাশি স্থানীয় এমপিদের সুপারিশও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। তালিকায় বঙ্গবন্ধু, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গড়া বেশকিছু প্রতিষ্ঠান এবার এমপিও সুবিধা পেয়েছে।

এবার এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৪টি। এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেট জেলায়, পরের অবস্থানে রয়েছে হবিগঞ্জ। এই জেলার ১২টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলা থেকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ১০টি বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হয়েছে। ফেনী, নোয়াখালী, জামালপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় একটি বা দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে।

দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে মোট ১৬৩টি। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ১১, কুমিল্লায় ১০, গোপালগঞ্জে আট ও ফরিদপুর জেলায় নয়টি মাদ্রাসা এ সুবিধা পেয়েছে। অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর, রাঙামাটি, ঝালকাঠি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, পাবনা, সুনামগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি জেলায় একটি করে মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হয়েছে ২২৮টি। এর মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক ১৭টি বিদ্যালয় এমপিওভুক্তি পেয়েছে। এ ছাড়া সুনামগঞ্জ জেলায় ১৪, চট্টগ্রামে ১০, শেরপুরে ১১, ময়মনসিংহে ১১, সিলেটে নয়, জামালপুরে ১০, গোপালগঞ্জে সাত, মৌলভীবাজারে সাত, ফরিদপুরে ছয় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ সুবিধা পেয়েছে। একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় রয়েছে নীলফামারী, নওগাঁ, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল ও বান্দরবান।

সারাদেশে মোট ৫০টি কলেজ এমপিওভুক্ত করা হলেও শুধু টাঙ্গাইল জেলারই ছয়টি কলেজ এ সুবিধা পেয়েছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ থেকে চারটি, জামালপুর থেকে তিনটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। ঢাকা জেলা ও মহানগরের ধানমণ্ডি এলাকার একটি কলেজ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় এমপিও তালিকা চূড়ান্ত করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা মেনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায্যতা বিবেচনা করে এমপিও দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ২০০৪ সালের শেষদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন এমপিওভুক্তির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার পর গত বছরের ১১ জুন এ সম্পর্কিত একটি নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি গত ৩ জানুয়ারি নীতিমালার সুপারিশগুলো প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সুপারিশমালা পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত নীতিমালা তৈরি করে। ওই নীতিমালার আলোকেই এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।